বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, হত ১৩

কেরলের ত্রিশূরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ১৩ জনের। আহত বেশ কয়েকজন। পুরম উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার ওই কারখানায় প্রচুর পরিমাণে বাজি বানানো হচ্ছিল। কাজ করছিলেন ৪০–এর বেশি শ্রমিক। দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রথম বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা চত্বর। তারপরও বেশ কয়েকবার বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয়েছে। কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেরল সরকার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নোবেল দেওয়ার দাবি শাহবাজ, মুনিরকে

এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার দাবি উঠল পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে। এই মর্মে মঙ্গলবার খাইবার পাখতুনখোয়া বিধানসভায় একটি প্রস্তাব জমা পড়েছে। ‘কূটনীতির মাধ্যমে আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমন’–এ তাঁদের ভূমিকার জন্যই এমন দাবি। পাক মুসলিম লিগ–নওয়াজ (পিএমএল–এন) বিধায়ক ফারাহ খান বিধানসভা সচিবালয়ে প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিশ্ব জুড়ে এবং এই অঞ্চলে যখন ভূ–রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে, তখন পাকিস্তান অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ কূটনীতির পরিচয় দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, এই প্রস্তাব পাস হওয়া কঠিন। কারণ ইমরান খানের দল পিটিআই–এর হাতেই বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তারা এর বিরোধিতা করতে পারে।

ভারতীয় বিমানের জন্য পাক নিষেধাজ্ঞা বাড়ল

ভারতীয় বিমানের জন্য নিজেদের আকাশপথ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাস বাড়িয়ে দিল পাকিস্তান। মঙ্গলবার পাকিস্তান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৪ মে ভোর ৫টা পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় বাণিজ্যিক ও সামরিক বিমান পাকিস্তানের ওপর দিয়ে যেতে পারবে না। ২০২৫ সালের ২৪ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার পর থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এর ফলে উপসাগরীয় দেশগুলিতে ভারতীয় বিমানগুলিকে এখন ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। জবাবে ভারতও তাদের আকাশপথ পাক বিমান সংস্থার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তান এই প্রথম ভারতের ওপর এত দীর্ঘ মেয়াদে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল।

হাসপাতালে শারদ পাওয়ার

শারীরিক পরীক্ষার জন্য মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা এনসিপি (এসপি) প্রধান শারদ পওয়ারকে। ৮৫ বছর বয়সি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গত দু’দিন ধরে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানানো হয়েছে, এটি রুটিন চেক–আপ এবং ভয়ের কিছু নেই। সম্প্রতি শারদ হুইলচেয়ারে বসে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও সংক্রমণ ও শরীরে জলাভাবের কারণে পুনের হাসপাতালে তাঁকে দু’বার ভর্তি করতে হয়েছিল।

অ্যাপলের নতুন সিইও জন তেনাস

এক যুগেরও বেশি সময়ের পর অ্যাপল–এর সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন টিম কুক। স্টিভ জোবসের উত্তরসূরি হিসেবে প্রায় ১৫ বছর দায়িত্ব সামলানোর পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর আমলেই আইফোনের জনপ্রিয়তায় ভর করে কোম্পানির বাজারদর ৩.৬ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আগামী ১ সেপ্টেম্বর কুক তাঁর দায়িত্ব তুলে দেবেন হার্ডঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রধান জন তেনাস–এর হাতে। তবে ৬৫ বছর বয়সি কুক কোম্পানি থেকে পুরোপুরি বিদায় নিচ্ছেন না, এগ্‌জিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে যুক্ত থাকবেন। নয়ের দশকে দেউলিয়া হওয়ার মুখে থাকা অ্যাপলকে সাফল্যের যে শিখরে কুক পৌঁছে দিয়েছেন, তা একসময় অবিশ্বাস্য মনে হত।

জাতির উদ্দেশে ভাষণ: মোদির বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ নোটিস জমা

আবু হায়াত বিশ্বাস

দিল্লি, ২১ এপ্রিল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক জাতির উদ্দেশে ভাষণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। সাংসদদের বিরুদ্ধে ‘ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য’ করার অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিস (প্রিভিলেজ নোটিস) জমা দিল কংগ্রেস। লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল লোকসভার স্পিকারের কাছে এই নোটিস জমা দিয়েছেন। দলের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সাংসদদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। বেণুগোপালের অভিযোগ, ১৮ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সাংসদদের সম্পর্কে ‘অপমানজনক মন্তব্য’ করেছেন এবং বিরোধী সাংসদদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

লোকসভার কার্যপ্রণালী ও বিধি অনুযায়ী রুল ২২২–এর অধীনে দেওয়া ওই নোটিসে বেণুগোপাল দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিরোধী দলের সাংসদদের ভোটাভুটি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যকে মানুষের কাছে সন্দেহজনক হিসেবে দেখান। এতে শুধু সাংসদদের মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয়নি, সংসদের অধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরেও আঘাত এসেছে বলে অভিযোগ। চিঠিতে তিনি লোকসভার স্পিকারকে অনুরোধ করেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হোক এবং সংসদের মর্যাদা রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। ওম বিড়লাকে লেখা চিঠিতে বেণুগোপাল বলেছেন, ‘২৯ মিনিটের সেই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বিল আটকে দেওয়ার দায়ে বিরোধী দলগুলির সমালোচনা করেছেন এবং বিরোধী সদস্যদের ভোটদানের ধরন সম্পর্কে উল্লেখ করে তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।’ বেণুগোপাল লিখেছেন, ‘এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তব্যপালন নিয়ে প্রশ্ন তোলা কেবল একটি ব্যক্তিগত আক্রমণই নয়, বরং তা সংসদের কর্তৃত্ব এবং ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিও এক প্রত্যক্ষ অবমাননা।’ এদিন কে সি বেণুগোপালের প্রিভিলেজ নোটিসটি এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, একজন কর্মরত প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ সর্বদা জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্যের বার্তা দেওয়ার জন্য হওয়া উচিত। কিন্তু এবারের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের নিশানা করেছেন, যা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

উল্লেখ্য, গত ১৭ এপ্রিল লোকসভায় সরকারের আনা ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি হেরে যায়। ওই বিলে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করা এবং লোকসভার আসনসংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব ছিল। সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই–তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় বিলটি খারিজ হয়ে যায় লোকসভায়। এর পরের দিন, ১৮ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি বিরোধী দলগুলিকে বিল আটকে দেওয়ার জন্য তীব্র আক্রমণ করেন। কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে এবং সমাজবাদী পার্টির নাম নিয়ে আক্রমণ শানান। কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ জাতীয় ঐক্য ও আস্থার বার্তা দেওয়ার বদলে রাজনৈতিক আক্রমণের মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে, আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নিয়ে ইতিমধ্যে দেশের ৭০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রচারমাধ্যমকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। নির্বাচন কমিশনের উচিত, প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখা।

মহিলা সংরক্ষণ: সোনিয়ার চিঠি তুলে মোদিকে আক্রমণ

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ২১ এপ্রিল

মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর পুরনো চিঠি তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ কংগ্রেসের। দলের অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিষয়টিকে লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাস বিলের সঙ্গে যুক্ত করে বিলম্ব ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ মঙ্গলবার বলেন, ২০১৭ সালে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং ২০১৮ সালের ১৬ জুলাই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অবিলম্বে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবি জানিয়েছিলেন। আট বছর কেটে গেলেও সেই দাবিতে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। জয়রাম রমেশ এদিন সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর সেই পুরনো চিঠিও প্রকাশ্যে আনেন। তিনি দাবি করেন, ২০১৭ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এই দাবিকে বছরের পর বছর উপেক্ষা করেছে মোদি সরকার, আর এখন তা আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করে বাস্তবায়ন বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে।

যোগীর মন্তব্যে সরব বিরোধীরা, প্রশ্নে বিজেপির অতিসক্রিয়তাও

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ২১ এপ্রিল

বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বাহিনী তুলে আনা হয়েছে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা থেকে। এর মধ্যেই ফের জ্বলে উঠেছে মণিপুর। এমন পরিস্থিতিতে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করে বাংলা দখলের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিরোধী শিবির। একই সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথের মন্তব্যের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধীরা।

বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা, যোগীর মন্তব্য, বাংলার মনীষীদের অপমানের অভিযোগ তুলে বিজেপির সমালোচনা করেছে তৃণমূল। পাশাপাশি কংগ্রেস, আরজেডি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিরোধী দলও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে। তাদের দাবি, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করে ভোটের রাজনীতি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে, ‘যখন মণিপুর জ্বলছে, সেই সময় বাহিনীকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। বিরোধী–শাসিত রাজ্যগুলির জন্য এটা বিজেপির একটা মডেল। যেখানে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তর একযোগে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা কোনও ফল দিতে পারে না। শাসকদলের শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে সিএপিএফের বিএসএফ, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি এবং আইটিবিপি। এরপর কি ভারতীয় সেনা নামানো হবে?’ উল্লেখ্য, বাংলার ভোটকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য উল্লেখিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের ডেকে পাঠানো হয় এবং তাঁদের একাধিক নির্দেশ, পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই বিষয়টি উল্লেখ করেই কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির সমালোচনা করেছে কংগ্রেস।

অন্য দিকে, বাংলায় ভোটপ্রচারে এসে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। বিজেপির তারকা প্রচারকের মন্তব্য প্রসঙ্গে কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদ বলেন, ‘যোগী আদিত্যনাথ স্বামী বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্র বসু, দু’জনকেই অপমান করেছেন। প্রচারের আগে প্রথম কাজ নিজের জ্ঞান বাড়ানো।’ আরজেডি নেতা মনোজ ঝা–এর বক্তব্য, ‘একজন নার্সারির পড়ুয়াও জানে এই ডাক কার ছিল। যখন কেউ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড মেসেজের ওপর ভরসা করে থাকে, তখন এই কাণ্ডই হয়।’ শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেছেন, ‘এই মন্তব্য প্রকৃত অর্থেই হাস্যকর।’ সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব বলেছেন, ‘এটা দেখার পর আমি বুঝতে পারছি কেন বিজেপি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিরুদ্ধে।’

ইরান–আমেরিকা বৈঠক ঘিরে হঠাৎ অনিশ্চয়তা

সংবাদ সংস্থা

ওয়াশিংটন, ২১ এপ্রিল

ইরান–আমেরিকা বৈঠক ঘিরে হঠাৎই অনিশ্চয়তা দেখা দিল। মঙ্গলবার রাতে আমেরিকা থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের। কিন্তু তিনি এই যাত্রা আচমকা স্থগিত করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, ইরান জানিয়েছে, আপাতত তাদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। মঙ্গলবার বিকেলে অবশ্য বৈঠকে মুখোমুখি হওয়ার ইঙ্গিত দেয় ওয়াশিংটন–তেহরান। বৈঠক ইতিবাচক হলে চুক্তিতে সই করতে পাকিস্তান যাওয়ার আভাস দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু রাতের দিকেই বদলে গেল পরিস্থিতি।

এদিকে যুযুধান দুই পক্ষ বৈঠকে বসতে চলেছে, এ খবরে আন্তর্জাতিক বাজারে একধাক্কায় তেলের দাম কমে আসে। বিশেষজ্ঞ মহল বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে তেলের দাম বাড়ছে। ঘরে–বাইরে চাপের মুখে ট্রাম্প। মরিয়া হয়ে ইরানের সঙ্গে সমঝোতা সেরে ফেলতে চাইছেন। বৈঠক হবে, নাকি হবে না? যুদ্ধ থামবে? শান্তি ফিরবে? দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনা নিয়ে কয়েক দিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। আমেরিকা জানিয়ে দেয়, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই। আমেরিকা আলোচনায় আগ্রহী। ট্রাম্প চোখ রাঙিয়ে বলেন, ইরান বার বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। শান্তি চুক্তি না করলে ইরানকে বোমার আঘাত সইতে হবে। যদিও, ইরানের সঞ্চিত ইউরেনিয়াম উদ্ধার করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।

দ্বিতীয় দফার বৈঠকের তোড়জোড় চললেও ইরানের বন্দর অবরোধমুক্ত করেনি আমেরিকা। রবিবার হরমুজ প্রণালীতে ইরানের একটি জাহাজে হামলা চালায় মার্কিন নৌবাহিনী। রিপাবলিকান পার্টির নেত্রী নিকি হ্যালি দাবি করেন, ইরানের জাহাজটি চীন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর রাসায়নিক নিয়ে আসছিল। সেই কারণে জাহাজে হামলা। দাবি উড়িয়ে, জাহাজে হামলা ‘অপরাধমূলক ও বেআইনি’ কাজ বলে পাল্টা অভিযোগ তুলেছে ইরান। তেহরান বলেছে, হুমকি আর আলোচনা হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। চীন জানিয়েছে, ইরানের ওই জাহাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই।

মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্ঘাতের জেরে জ্বালানির দাম বাড়ছে। সঙ্কট মোকাবিলায় মঙ্গলবার ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭ সদস্য রাষ্ট্র বৈঠক করছে। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্ঘাত মেটাতে পাকিস্তানের দৌত্যকে স্বাগত জানিয়েছে চীন। তারা বলেছে, ‘বর্তমান পরিস্থিতি যুদ্ধ ও শান্তির এক সন্ধিক্ষণে, এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে রয়েছে। সদিচ্ছা দেখিয়ে সব পক্ষের আলোচনায় বসা উচিত।’

শেয়ার বাজারে স্বস্তি, কমল তেলের দাম

সংবাদ সংস্থা

মুম্বই, ২১ এপ্রিল

ইরান–আমেরিকা ফের বৈঠকে বসছে। খবর ছড়াতে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার। সেনসেক্স–নিফটির সূচক ঊর্ধ্বমুখী। আন্তর্জাতিক বাজারে একধাক্কায় খানিকটা কমে আসে অপরিশোধিত তেলের দাম। একশো ডলারের নীচে।

বেলা গড়াতে বাজারের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়। ৭৫৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় সেনসেক্সের সূচক। নিফটির সূচক একলাফে ২৪ হাজার। বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্সের সূচক ৭৫৩.০৩ শতাংশ বেড়ে ৭৯,২৭৩.৩৩। ২১১.৭৫ পয়েন্ট বৃদ্ধির ফলে নিফটির সূচক হয় ২৪,৫৭৬.৬০। ওঠাপড়ার মধ্যে লাভ হয়েছে হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, বাজাজ ফিনান্স, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের মতো সংস্থার। লোকসানের বোঝা চেপেছে ভারত ইলেক্ট্রনিক্স, টাইটান, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এনটিপিসি–র ওপর। অপরিশোধিত তেলের দামেও পতন। ব্যারেল প্রতি ০.৫ শতাংশ কমেছে। মঙ্গলবার অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৯৪.৯৫ ডলার। শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলেও টাকার দামে পতন অব্যাহত। মঙ্গলবার ডলারের তুলনায় টাকার দাম ১৬ পয়সা কমে হয়েছে ৯৩.৩২ টাকা।

পহেলগাঁও জঙ্গি হানার বর্ষপূর্তির আগে অতন্দ্র প্রহরা। শ্রীনগরে, মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

পহেলগাঁও জঙ্গি হানার এক বছর এখনও দগদগে সেই দুঃসহ স্মৃতি

সংবাদ সংস্থা

শ্রীনগর, ২১ এপ্রিল

ঠিক এক বছর আগের সেই অভিশপ্ত দিনটির স্মৃতিতে শোকাতুর পহেলগাঁও। গত বছর বৈসরণ উপত্যকায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৫ জন পর্যটক এবং স্থানীয় একজন টাট্টুচালকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ২৬ জন শহিদের স্মরণে লিডার নদীর তীরে একটি কালো পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে। বুধবার এই ভয়াবহ ঘটনার প্রথম বার্ষিকী। আর তার আগেই সারা কাশ্মীর জুড়ে আঁটসাঁট করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

হামলার ক্ষত আজও দগদগে স্বজনহারা পরিবারগুলির কাছে। পুনের আশাবরী জগদালের ফোনে দু’দিন আগে একটি ছবি ভেসে উঠেছিল— ঠিক এক বছর আগে পহেলগাঁও সফরে তাঁর হাসিখুশি পরিবারের ছবি। কিন্তু তার পরেই সব শেষ হয়ে যায়। জঙ্গিদের গুলিতে আশাবরীর বাবা সন্তোষ এবং তাঁর বন্ধু কৌস্তুভ নিহত হন। আশাবরীর মা প্রগতি দেবী একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘আমাদের চোখের সামনে আমার স্বামী আর তাঁর বন্ধুকে মারা হল। আজও বাজি ফাটলে বা জোরে শব্দ হলে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি।’ আশাবরী এখন পুনে পুরসভায় চাকরি করছেন, কিন্তু তিনি চান সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যেন সরকারি সাহায্য পায় এবং তাঁদের ‘শহিদ’–এর মর্যাদা দেওয়া হয়।

একই অবস্থা কর্ণাটকের শিমোগার মঞ্জুনাথ রাওয়ের পরিবারেরও। স্ত্রী পল্লবীর চোখের সামনেই মঞ্জুনাথকে গুলি করে মারে জঙ্গিরা। বেঙ্গালুরুর আইটি কর্মী ভারতভূষণকেও তাঁর তিন বছরের ছেলের সামনেই হত্যা করা হয়েছিল। ভারতের বৃদ্ধ বাবা চেন্নাবীরাপ্পা যন্ত্রণায় কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন।

অন্য দিকে, হরিয়ানার নৌসেনা আধিকারিক লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়ালের পরিবারও এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মাত্র ২৬ বছর বয়সে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। তাঁর বাবা রাজেশ নারওয়াল বলেন, ‘দেশ তার বীর সন্তানকে হারিয়েছে, আর আমি হারিয়েছি আমার দেবদূতকে। এই শূন্যতা কোনওদিন পূরণ হবে না।’

বুধবার স্বজনহারা পরিবারগুলি কোনও বড় অনুষ্ঠানের বদলে দান–ধ্যান ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তাঁদের প্রিয়জনদের স্মরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জম্মু–কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার জম্মু–কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে মরিয়া চেষ্টা চালালেও গত বছরের এই ঘটনা উপত্যকার অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছিল। যদিও হামলার তিন মাস পরেই শ্রীনগরের পাহাড়ে এনআইএ–র অভিযানে তিন পাকিস্তানি জঙ্গি খতম হয়, তবু তদন্ত চলছে। লস্কর–ই–তৈবা ও টিআরএফ–এর মতো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমাও দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। তবে, নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও পর্যটকদের ভিড় কমেনি।

এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ, কমিশনকে চিঠি বিজেডির

আজকালের প্রতিবেদন

২১ এপ্রিল

এসআইআরের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম দেওয়ার অভিযোগে সরব হল নবীন পট্টনায়েকের বিজেডি। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সস্মিত পাত্র অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের ৯.৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন, ভোটার সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনা এবং বিস্তারিত তদন্ত ছাড়া কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না।

জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা চিঠিতে সস্মিত পাত্র জানিয়েছেন, ওড়িশার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে। চিঠিতে সস্মিত পাত্র উল্লেখ করেছেন, ‘প্রশাসনিক ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছে যে, প্রায় ৯.৮ লক্ষ ভোটারের নাম সম্ভবত বাদ যেতে চলেছে প্রাথমিক পর্যায়ে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা জরুরি। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।’ বিজেডি সাংসদ অভিযোগ করেছেন, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার আগে বুথস্তরে ভাল ভাবে সমীক্ষা, যাচাই করা হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, স্বল্প সময়ের মধ্যে ২ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে, ফলে এই মুহূর্তে অতি অবশ্যই সামগ্রিক বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্থগিত করা উচিত।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
জিন্তা এনক্লেভ, ডেয়ারি মোড়ের কাছে,
সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর, পিন–৭১৩২১১

ই–নিলাম তারিখ: ১২.০৫.২০২৬

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে: নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের নাম ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বিষ্ণুপুর শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী শ্রী সর্বমঙ্গলা ক্লিনিক** **প্রোপ্রাইটর: অহীন্দ্র জানা** রবীন্দ্র স্ট্যাচুর কাছে, বালিয়াপাড়া, বিষ্ণুপুর, জেলা– বাঁকুড়া **মিঃ অহীন্দ্র জানা (প্রোপ্রাইটর)** পিতা– বীরেন্দ্র নাথ জানা বালিয়াপাড়া, বিষ্ণুপুর, জেলা– বাঁকুড়া **মিঃ সুভাষ চন্দ্র জানা** **(জামিনদার/ বন্ধকদাতা)** পিতা– বীরেন্দ্র নাথ জানা দক্ষিণ মেচাগ্রাম, পাঁশকুড়া, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১৪৬	**ক) ₹১৭.৩৭ লক্ষ** + ২৮.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ২১.০৭.২০২৫** **গ) ১০.১১.২০২৫**	উপরিনির্মিত বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: জে এল নং ১৩৫, আর এস খতিয়ান নং ৫৪৪, এল আর খতিয়ান নং ১০৫৬৬ (পিআর), আর এস প্লট/ দাগ নং ৬৬৮২/১০৫২৯, এল আর প্লট/ দাগ নং ৭২৫৩, গ্রাম– উদাখালি বাজার, মৌজা– লক্ষ্মী, এডিএসআরও– খেজুরি, থানা– খেজুরি, পোঃঅঃ– হেঁড়িয়া, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৪৩০। **এলাকার চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– একই প্লটে দেবাশিস জানার সম্পত্তি; দক্ষিণ– প্লট/দাগ নং ৬৬৮১; পূর্ব– একই প্লটে সুযশ কুমার মান্নার সম্পত্তি; পশ্চিম– প্লট নং ১০৫২৮ এবং এজমালি বরম রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹২৪.২৬ লক্ষ** **খ) ₹২.৪৩ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, বিষ্ণুপুর শাখা** **মোবাইল: ৮৩৩৪৯৯৯৪৩০** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২.৪৩ লক্ষ** **BAANKNET.COM** পোর্টালে **(https://baanknet.com/)** উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, পুরুলিয়া শাখা** **খ) মেসার্স অতসী ফুড অ্যান্ড রেস্তোরাঁ (ঋণগ্রহীতা)** **প্রোপ্রাইটর: শুভ্রনীল পৈতণ্ডী,** গ্রাম– চাকলতা, হুড়া, পুরুলিয়া, জেলা– পুরুলিয়া **শ্রী শুভ্রনীল পৈতণ্ডী (প্রোপ্রাইটর)** পিতা– শ্রী দিলীপ কুমার পৈতণ্ডী ওয়ার্ড নং ১, ডি বি রোড বাই লেন, গিরিশ চন্দ্র স্কুল, জেলা– পুরুলিয়া **শ্রীমতী অতসী পৈতণ্ডী** **(জামিনদার/বন্ধকদাতা)** স্বামী– শ্রী দিলীপ কুমার পৈতণ্ডী গ্রাম– চাকলতা, পোঃঅঃ– লাধুরকা, থানা– হুড়া, জেলা– পুরুলিয়া	**ক) ₹১৩.৪৮ লক্ষ** + ২৮.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ২১.০৭.২০২৫** **গ) ১৭.১০.২০২৫**	বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১১ ডেসিমেল বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৭৬, আর এস খতিয়ান নং ১১২, ১৩০, আর এস প্লট নং ২২১৬, পরগনা– লাধুরকা, মৌজা– চাকলতা, এডিএসআরও– কাশীপুর, থানা– হুড়া, জেলা– পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২৩১৩০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– পুরুলিয়া বাঁকুড়া রোড; দক্ষিণ– মাঝিলাল বাউরির জমি; পূর্ব– আর এস প্লট নং ২২১৬ সংবলিত জমির অংশ; পশ্চিম– সন্তোষ মাহাতোর জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹৩৪.৯৬ লক্ষ** **খ) ₹৩.৫০ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, পুরুলিয়া শাখা** **মোবাইল: ৮৩৩৪৯৯৯৪১৯** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹৩.৫০ লক্ষ** **BAANKNET.COM** পোর্টালে **(https://baanknet.com/)** উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বর্ধমান খানপুকুর শাখা** **খ) মিসেস মৌসুমী চ্যাটার্জি** **(ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** নরি দাসপাড়া বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩১০১	**ক) ₹১২.৫৫ লক্ষ** + ২৮.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ২২.০৪.২০২৫** **গ) ২৬.০৬.২০২৫**	উপরিনির্মিত বাড়ি ও কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ১০৪৯ বর্গফুট = ১ কাঠা ৭ ছটাক ১৪ বর্গফুট = ০.০২৪ একর বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: আর এস প্লট নং ১৯৮০, এল আর প্লট নং ৩০২৯, আর এস খতিয়ান নং ৩৩৩, এল আর খতিয়ান নং ৮৩৭৯, ৮৬১৬ ও ১১৩৯১, জেলা– বর্ধমান, থানা– বর্ধমান, মৌজা– নরি, জে এল নং ৭০, রায়ান–১ গ্রাম পঞ্চায়েত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা যা কালনা রোডের সঙ্গে সংযুক্ত; দক্ষিণ– ৩ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; পূর্ব– বিশ্বনাথ বাগের টালি শেড (প্লট নং ১৯৮০/অংশ); পশ্চিম– উমাপদ রায়ের একতলা বাড়ি (প্লট নং ১৯৮০/অংশ)। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹১৯.৮৫ লক্ষ** **খ) ₹১.৯৯ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, বর্ধমান খানপুকুর শাখা** **মোবাইল: ৯৭৩২২৩০৭৬৭ / ৮৩৩৪৯৯৯৪২৫** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৯৯ লক্ষ** **BAANKNET.COM** পোর্টালে **(https://baanknet.com/)** উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, বাঁকুড়া শাখা** **খ) লাখি দুলে (প্রয়াত গুরু দুলের আইনি উত্তরাধিকারিণী)** স্বামী– প্রয়াত গুরু দুলে ঠিকানা: হাতিরামপুর, পাথরডিহি, হাতিরামপুর, হিরবাঁধ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২২১০১ **মিতা দুলে (প্রয়াত গুরু দুলের আইনি উত্তরাধিকারিণী)** পিতা– প্রয়াত গুরু দুলে, শোভরাজপুর, ভিটিসি, শোভারাজপুর, পোঃঅঃ– জিরাবৈদ, জেলা– বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২২১৫১ **রীতা দুলে (প্রয়াত গুরু দুলের আইনি উত্তরাধিকারিণী)** পিতা– প্রয়াত গুরু দুলে, হাতিরামপুর, পাথরডিহি, হাতিরামপুর, হিরবাঁধ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২২১০১ **দীপু দুলে (প্রয়াত গুরু দুলের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা– প্রয়াত গুরু দুলে, হাতিরামপুর, পাথরডিহি, হাতিরামপুর, হিরবাঁধ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২২১০১	**ক) ₹১৭.৩৯ লক্ষ** + ২৮.০২.২০২৬ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও চার্জ **খ) ১৭.১০.২০২৫** **গ) ২৯.১২.২০২৫**	সামান্য কমবেশি ০.০৮০০ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর প্লট নং ২৮৬, এল আর খতিয়ান নং ৬১১, জে এল নং ৯৭, তৎসহ একতলা আবাসবাড়ি, এডিএসআরও– খাতড়া, মৌজা– পাথরডিহি, থানা– হিরবাঁধ, জেলা– বাঁকুড়া, বহরামুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পিন–৭২২১২১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ২৮৬ নং প্লটের অবশিষ্ট জমি; দক্ষিণ– ২৮৮ নং প্লটের জমি; পূর্ব– মালিকের ছেড়ে রাখা একই প্লটে ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; পশ্চিম– মালিকের ছেড়ে রাখা একই প্লটে ৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]**	**ক) ₹২৫.৩৮ লক্ষ** **খ) ₹২.৫৪ লক্ষ** **গ) ₹১০,০০০.০০** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক, বাঁকুড়া শাখা** **মোবাইল: ৮৩৩৪৯৯৯৪২৬** **ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹২.৫৪ লক্ষ** BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই–নিলামের তারিখ ও সময়: ১২.০৫.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ১১.০৫.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

–: শর্ত ও নিয়মাবলি :–

১. পরিসম্পদগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’** ও **‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)** –এর মাধ্যমে কেবলমাত্র ‘অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি’তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর ই–ওয়ালেটে** অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি–র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে **সর্বশেষ ১১.০৫.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।**
৬. **সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]–এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।**
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে **০২.০৫.২০২৬ থেকে ১১.০৫.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: **www.canarabank.com**।

তারিখ: ২১.০৪.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

Internal